যায়যায়দিন

তারিখ 04 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ? কলাম ৬...

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

জাস্টিস ফয়েজীসহ আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট বাতিল

চট্টগ্রাম অফিস

মার্কশিট ঘষামাজা এবং সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনায় জড়িত প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করেছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেট। বাতিল হওয়া তালিকায় হাই কোর্টের জাস্টিস ফয়সল মাহমুদ ফয়েজীর এলএলবি পরীক্ষার সার্টিফিকেটও রয়েছে। এছাড়া বিভাগের এক ছাত্রীকে পরীক্ষায় অন্যায় সহযোগিতা দেয়ার অপরাধে বাংলা বিভাগের অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর মিল্টন বিশ্বাসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিন্ডিকেট বাতিল হওয়া সার্টিফিকেট ফেরত নেয়ার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের চিঠি দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এলএলবিসহ বাতিল হওয়া ফলাফলের সংখ্যা আড়াই হাজারের কাছাকাছি বলে এক সিন্ডিকেট সদস্য জানান।

এছাড়া ১৯৯৬ সালের তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর যেসব অভিযুক্ত পরীক্ষার্থী আবার নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে তাদের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ভিসি প্রফেসর ড. বদিউল আলমের সভাপতিত্বে ভিসির অফিসে অনুষ্ঠিত এ সিন্ডিকেট মিটিংয়ে এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। দুপুর থেকে দীর্ঘ সাত ঘণ্টার মিটিং শেষে জালিয়াতি ও অনিয়মের জন্য ৩৫৩তম সিন্ডিকেট সভায় নেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেটে ফলাফল জালিয়াতি সংক্রান্ত এক তদন্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তদন্ত রিপোর্টে নানা ধরনের জালিয়াতির ঘটনা উল্লেখ করে এগুলো বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিন্ডিকেট মেম্বার যায়যায়দিনকে জানান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর চিঠি দেয়ার পরও ফলাফল পৃ ১১ »» ক ৭

জাস্টিস ফয়েজীসহ আড়াই হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ যদি তার মূল ও প্রভিশনাল সার্টিফিকেট কিংবা মার্কশিট ফেরত না দেয় তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করবে।

সূত্র জানায়, ১৯৯৯ সালের ১৩ আগস্ট সিন্ডিকেটের ৩৫৩তম সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, আগের কমিটির দেয়া রিপোর্টের আলোকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগুলোর ফলাফলের গেজেট সংশোধন করা হোক। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হোক, অনুত্তীর্ণদের বিভিন্ন জাল সার্টিফিকেট, মার্কশিট বাতিল করা হোক এবং সেগুলো ফেরত দেয়ার জন্য চিঠি দেয়া হোক।

উল্লেখ্য, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টেবুলেশন শিটে কাটাকাটি ও ঘষামাজার জন্য জাস্টিস ফয়েজীর সার্টিফিকেটও বাতিল করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ফয়সল মাহমুদ ফয়েজী ২০০৪ সালের ২৩ আগস্ট হাই কোর্টে জাস্টিস হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এর পর কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে তার এলএলবি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার টেবুলেশন শিটে ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এ ঘটনার পর ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর সিন্ডিকেটের ৪১৬তম সভায় পরীক্ষায় জালিয়াতি, মার্কশিট ও সার্টিফিকেটে অনিয়ম খুজে বের করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পাচ সদস্যের এ কমিটির প্রধান ছিলেন সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিন।

এর আগে ১৯৯৬ সালে অন্য একটি তদন্ত কমিটি ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত জালিয়াতি উদ্ঘাটন করে রিপোর্ট প্রদান করে এবং ফলাফল বাতিলের সুপারিশ করে। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও তা কার্যকর হয়নি। ২০০৪ সালের ২৩ আগস্ট ফয়েজী হাই কোর্টের জাস্টিস হিসেবে নিয়োগ লাভের পর বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে।

ইউনিভার্সিটি সূত্রে জানা যায়, হাই কোর্টের জাস্টিস ফয়সল মাহমুদ ফয়েজী ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধীনে চট্টগ্রাম আইন কলেজ থেকে এলএলবি প্রিলিমিনারি ও ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন। টেবুলেশন শিটে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তৃতীয় পত্রে (মুসলিম আইন) তার নাম্বার কাটাকাটি ও ঘষামাজার চিহ্ন রয়েছে।

১৯৯৬ সালে ইউনিভার্সিটির তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৫৩তম সিন্ডিকেট সভায় কাটাকাটি, নাম্বার পরিবর্তন, স্বাক্ষরবিহীন টেবুলেশন শিটের জন্য ১৫ জন এলএলবি পরীক্ষার্থীর অনিয়ম রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এসব পরীক্ষার্থীর টেবুলেশন [illegible] স্বাক্ষর করা হয়নি। তাদের মধ্যে জাস্টিস ফয়েজীও ছিলেন।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের কয়েক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল পাল্টে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এ অভিযোগের পর ১৯৯৬ সালের ২৫ এপৃল ইউনিভার্সিটি প্রশাসন তৎকালীন রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. এম এ সালেহকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির অধীন বিভিন্ন পরীক্ষার ১০ বছরের ফলাফলের অনিয়ম শনাক্ত করে এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সাত বছরের এলএলবি পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এ কমিটি এলএলবির ১১১ জনের ফলাফল সংক্রান্ত অনিয়ম খুজে পায়।

তদন্ত রিপোর্টে ১৯৮৯ সালে এ ধরনের জালিয়াতিতে মাত্র একজন পরীক্ষার্থী আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির বিস্তারিত রিপোর্টে কাটাকাটি, নাম্বার পরিবর্তন, স্বাক্ষরবিহীন ছকে এই একজন হিসাবে ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম আইন কলেজের রোল নাম্বার ৩৬৫২-কে অভিযুক্ত করা হয়। এ রোল নাম্বার হলো ফয়সল মাহমুদ ফয়েজীর।

কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর টেবুলেশন শিটে তার রোল নাম্বার আলাদাভাবে লাল কালিতে চিহ্নিত করে ইংরেজিতে স্টপ লিখে দেয়। যার অর্থ তার মার্কশিট বা মূল সার্টিফিকেট ইসু করা যাবে না।

পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপক জালিয়াতি ও দুর্নীতির কারণে সে সময় ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জি এম এ লতিফ খানসহ কয়েকজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

জানা যায়, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর জাস্টিস ফয়েজী তার এলএলবি পাসের প্রভিশনাল সার্টিফিকেট (নাম্বার ৯২৫, ইসু তারিখ ১০-১২-৯০) তুলে নেন। যার ওপর ভিত্তি করে তিনি পরবর্তী সময়ে আইন পেশায় যোগ দেন। তিনি ১৯৯১ সালের নভেম্বরে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সার্টিফিকেট লাভের আবেদন করেন। এরপর চট্টগ্রামে আইন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে হাই কোর্টে প্রাকটিস শুরুর অনুমতি লাভ করেন এবং একই বছর জুলাই মাসে সুপৃম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ লাভ করেন।